ভারতবাসীর স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কয়েকজন কোটীপতির লাভের ব্যবস্থা

★ দেশের লোক উপবাস করে মরলেও চীন হতে চাল আনা হবে না ★

● চীন ভারত চুক্তি বানচাল করার ষড়যন্ত্র ●

ভারতবর্ষের জনসাধারণ খাদ্যের অভাবে মৃতপ্রায়, মহাচীন পাটের বিনিময়ে ভারতবর্ষকে ১০লাখ টন চাল দিতে প্রস্তুত কিন্তু ভারত সরকার এবং ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী সে চাল নিতে নারাজ। এর কারণ প্রথমতঃ দেশে যদি প্রয়োজনের মত চাল পাওয়া যায়, তাহলে চোরা কারবার চলিয়ে বড় লোকের দল যে কোটী কোটী টাকা মুনাফা লুটছে তার সুযোগ কমে যায়। সুতরাং চীন হতে যাতে ১০লাখ টন চাল ভারতে না আসে তার চেষ্টা চলেছে। দ্বিতীয়তঃ ভারতের দেশী ও বিদেশী পাট ব্যবসাদারদের যে প্রতিষ্ঠানটি কলকাতায় আছে, সেই Jute control directorate টি, পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির চোরাকারবার চালিয়ে গত এক বছরেই ৫০ কোটী টাকার মত মুনাফা লুটেছে। এরা নয়া চীনে হংকং এর মারফৎ পাট ও পাটের জিনিষ কালো বাজারী দরে বিক্রী করে। চীন যদি চালের বদলে পাট নেয় তাহলে এই সব দেশী ও বিদেশী পুঁজিপতিদের লাভ মাঠে মারা যায়। সুতরাং ভারতবর্ষে যাতে চীনের চাল ঢুকতে না পারে তার জন্য ষড়যন্ত্র চলেছে ভারতীয় পুঁজিপতি, ইংরেজ পাটব্যবসায়ী ও তাদের রক্ষাকর্ত্তা ভারতসরকারের বাণিজ্য দপ্তরের মধ্যে।

ভারতবর্ষের চাহিদামত ১০লাখ টন চাল চীন দিতে প্রস্তুত সাড়ে ৭লাখ গাঁট পাটের বদলে। প্রচার করা হচ্ছে ভারতবর্ষের এত পাট দেবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু হিসাব পত্রে দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষ অন্য বাজার ঠিক রেখেও এই পরিমান পাট চীনকে জোগান দিতে পারে। কিন্তু পারলে কি হবে, ধনিক গোষ্ঠীর লাভ তাতে ক্ষুন্ন হবে তাই তা দেওয়া হবে না এবং চীন হতে চাল নেওয়া হবে না; তাতে সাধারণ ভারতবাসী না খেতে পেয়ে মরলেও নেতাদের দুঃখ করার কিছু নেই।

পুঁজিপতি গোষ্টিদের সাথে ভারত সরকারের এই জোগ সাজোগের কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে এবং জনসাধারণ চীন-ভারত বাণিজ্যচুক্তি কার্য্যকরি করার দাবী জানাতে থাকলে ভারত সরকার বাধ্য হয়ে চীনের কাছ থেকে ৫০হাজার টন চাল ৩৭হাজার গাঁট পাটের বদলে নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চীনের চালের বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। ভারতে ইংরেজ বণিকদের মুখপত্র ষ্টেটস্ম্যান এই খবরটা দিয়ে তার পর একটা হিসাব জুড়ে দিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে আড়াই গাঁট পাটে এক টন পাট হয়। এর দাম শুল্ক সমেত দু হাজার টাকা। অতএব চীনের চালের দাম পড়বে প্রতি মণ ২১ টাকা।

প্রথমতঃ ভারতবর্ষ ব্রহ্মদেশ ও শ্যাম দেশ থেকে যে চাল কিনছে তার দাম মণ প্রতি ২৩ টাকা; সুতরাং চীনের চালের দাম ২১ টাকা হলেও ভারতবর্ষের তাতে লাভ বই ক্ষতি নেই। এই কথাটা ফলাও করে প্রচার করার কোন দরকারই ছিল না ষ্টেটস্ম্যানের। দ্বিতীয়তঃ যে হিসাবটা দাখিল করা হয়েছে তাও মিথ্যা। পাটের গাট হয় ৪০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৫ মণের* তাহলে দেখা গেল ৩৭০০০ × ৫ = ১,৮৫,০০০ মণ পাটের বদলে ৫০,০০০ × ২৭ = ১৩৫০,০০০ মণ চাল পাওয়া গিয়েছে। এক মণ পাটের বদলে ৭·৩ মণ অর্থাৎ ৭মণ ১২ সের চাল পাওয়া গেল। এক মণ পাটের দাম ৩৫৲ টাকা। অতএব চালের দাম মণ প্রতি ৫ টাকার বেশী পড়ে না। পাঁচ টাকার প্রতি মণকে ষ্টেটস্ম্যান ২১৲ টাকায় দাঁড় করিয়েছে।

উদ্দেশ্য সাধু বলতে হবে। যাতে ভারতীয় জনসাধারণ এই চড়া দামের কথা শুনে চীনের প্রতি বিরূপ হয় তার চেষ্টা হচ্ছে। এই রকম চক্রান্ত করে গত বছর সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে সস্তাদরে গম পেয়েও তা নেওয়া হয় নি। তার বদলে তার চেয়ে অনেক চড়া দামে অনেক নিকৃষ্ট জাতের গম অষ্ট্রেলিয়া ও ক্যানাডা থেকে আনা হয়। ঐ গমের এক জাহাজ তো শুধু পচা গমই এসেছিল। তার দাম অবশ্য ভারতবাসীকে গুনতে হয়েছিল। কারণ সে যে কংগ্রেসী সরকারের বন্ধুদের জিনিষ। এ বছরও সে চক্রান্তের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। চীনের ভাল চাল এত সস্তা দরে পেয়েও তা নেওয়া হচ্ছে না অথচ আমেরিকার কাছ হতে ২০ লাখ টন খাদ্য শস্য আনার তোড় জোড় হচ্ছে অনেক বেশী দামে। আমেরিকার কাছ থেকে খাদ্যশস্য কিনলে ডলার দিয়ে শোধ দিতে হবে। টাকার তুলনায় ডলারের দাম এখন অনেক বেশী; সুতরাং সে খাদ্যশস্যের দাম বেশী পড়তে এমনিতেই বাধ্য। তার ওপর চড়াদাম তো আছেই। ভারতসরকার নাকি ডলারের অভাবে যন্ত্রপাতি আমেরিকার কাছ থেকে কিনতে পারছে না। তাই যদি হয় তাহলে আমেরিকার কাছ থেকে খাদ্যশস্য না কিনে চীনের কাছ থেকে কিনলেই হয়।

মার্কিনের কাছ থেকে চাল শুধু বেশী দাম দিয়ে কিনতে হবে তাই নয়, ভারতবর্ষকে প্রমাণ করতে হবে সে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্যবাদনিধন যজ্ঞের একজন সমর্থক। অর্থাৎ সোজা কথায় বললে, ভারতবর্ষকে আরও নগ্নভাবে ইঙ্গমার্কিন যুদ্ধবাদীদের যুদ্ধ চক্রান্ত ও প্রস্তুতকে সাহায্য করতে হবে। নয়াদিল্লীতে তার প্রমাণ দেবার জন্য চেষ্টা চলেছে।

এইভাবে দেশের স্বার্থকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাদীদের পায়ে বিকিয়ে দিয়ে কংগ্রেসী সরকার দেশের জনসাধারণকে না খাইয়ে শুকিয়ে মারার এবং তার সুযোগে বড় লোকের পকেট ভারি করার সুযোগ করে দিচ্ছে। কংগ্রেসী দুঃশাসনে এ দুরবস্থা ছাড়া উপায় নেই।

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক সুবোধ ব্যানার্জ্জী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা | মঙ্গলবার, ১৬ই জানুয়ারী ১৯৫১, ২রা মাঘ ১৩৫৭ | মূল্য—দুই আনা

★ কংগ্রেসী নেতার সততার নমুনা ★

● রাজস্থানের প্রধান মন্ত্রীর পরোক্ষে চুরি ●

★ এক কথায় ২২ হাজার টাকার ব্যবস্থা ★

কংগ্রেসী রামরাজত্বে সবই সম্ভব হয়। সততাই হল কংগ্রেসী নেতাদের আদর্শ—এই কথা ঢাক পিটিয়ে প্রচার করা হয়ে থাকে। কায়দা করে, রেখে ঢেকে চুরি চামারী তো রোজই চলছে আর তার ফলে কংগ্রেসী বড় কর্ত্তাদের বাড়ী, গাড়ী, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ফাঁপছে। এ সব এখন স্বাভাবিক ব্যাপার। হয়ত বা এ ব্যবহার পুরোন হয়ে গিয়েছে; তাই খোলাখুলি চুরি চলেছে। রাজস্থানের প্রধান মন্ত্রীর ব্যবহার এ দিক হতে কংগ্রেসী নেতাদের কাছে আদর্শ স্থানীয় বলতে হবে। তিনি কিছুদিন আগে রাজস্থান সরকারের দরকার বলে কলকতা ও বোম্বাই এর কয়েকটি টাইপ রাইটিং মেসিন কোম্পানীকে ১৮০০০ টাকার মত মেসিন পাঠাতে হুকুম দেন। মালগুলি যথা সময়ে জয়পুরে পৌছায়। কিন্তু মালগুলি রাজস্থান সরকার না কিনে সেগুলিকে ঐ ১৮০০০ টাকায় প্রধান মন্ত্রীর ছেলেকে বিক্রী করার আদেশ দেন। অবশ্য আদেশটি প্রধান মন্ত্রী নিজেই দেন। তারপর দিনকতক যাবার পরই রাজস্থান সরকার প্রধান মন্ত্রীর ছেলের কাছ হতে ৪০০০০ হাজার টাকায় ঐগুলি কেনেন। এই ভাবে এক কথায় পরোক্ষে মন্ত্রী মহোদয়ের পকেটে ২২ হাজার টাকা আসে। মন্ত্রীটির নাম হল হিরালাল শাস্ত্রী। কেন তিনি এ কাজ করেছেন এ কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি তার জবাবে বলেন—"এতে অবাক হবার কি আছে? আমি এত ত্যাগ স্বীকার করেছি। আমার ছেলে যদি সামান্য কিছু লাভ করে তাতে এত বলার কি আছে?" আশা করা যায় পরের বারের কংগ্রেস সভাপতির পদ শাস্ত্রী মশাই অলঙ্কৃত করবেন।

শান্তিবিরোধী নেতৃত্বকে জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন করুন

ট্রুম্যান সাহেব বলছেন, তিনি শান্তি চান ; এটলি সাহেব নববর্ষের বাণীতে ঘোষণা করেছেন—জগতের বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্প্রীতি ও বিশ্বশান্তি বজায় রাখা তাঁর লক্ষ্য ; পণ্ডিত নেহেরু ভারতীয় পার্লামেণ্টে আশ্বাস দিয়েছেন—বিশ্বশান্তি রক্ষা করার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। এইসব কথা শুনলে মনে হয় এঁরা এক এক জন খাঁটী শান্তির সৈনিক ; সাধারণ লোক ভেবে পায় না, তাহলে শান্তি ব্যাহত করছে কে। কোন লোকের, তা তিনি যতই মহামান্য হন না কেন. শুধু মুখের কথাকে বিশ্বাস করা যায় না ; বাস্তব ব্যবহারই মানুষকে চিনবার প্রধান উপায়। সুতরাং উপরোক্ত নেতাদের শান্তির বাণী কতটা আন্তরিক তা ঠিকমত বুঝতে হলে তাঁদের কাজের হিসাবটা না নিয়ে উপায় নেই। এঁদের বাস্তব নীতির যে বহিঃপ্রকাশ তাতে শান্তির কোন নামগন্ধও নেই, আছে পাগলের মত যুদ্ধ প্রস্তুতি, সীমাহীন অস্ত্র ও সৈন্যবৃদ্ধি, জগতের প্রতিটি শান্তিকামী শ্রমজীবি মানুষের স্বাধীনতা হরণের ষড়যন্ত্র। তবুও কেন পুঁজিবাদী দেশের এই সব ঝানু-মাতব্বররা শান্তির বুলি কপচাচ্ছেন তা বুঝতে হলে মনে রাখা দরকার যে, ভূতের মুখে রামনাম তার আন্তরিকতার পরিচয় নয়, তার শয়তানী ঢাকার কৌশল। শান্তির লড়াই আজ সারা দুনিয়ায় যে শক্তি সঞ্চয় করেছে এবং যে দ্রুতহারে সে শক্তি বেড়ে চলেছে তাতে এই সব যুদ্ধ-বাদীরা স্পষ্ট বুঝেছে বাইরে থেকে প্রকাশ্যভাবে তাকে আঘাত হেনে শান্তির দুর্গকে ভাঙা অসম্ভব। তাই শান্তির নামাবলী গায় দিয়ে শান্তির শত্রুরা তাদের যুদ্ধ বাধাবার মতলব পাকা করছে। এই সব ভুয়া প্রচারের আসল রূপ জনসমক্ষে খুলে দিতে না পারলে শান্তির শিবির অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপে দুর্বল হতে বাধ্য। শান্তির সৈনিকদের এইদিকে সজাগ থাকতে হবে।

শান্তির অর্থ অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধি নয়, তার হ্রাস ; নাৎসী জার্মানী ও ফ্যাসিস্ত ইতালীর সামরিক সংগঠনের পুনরুজ্জীবন নয়, তার ধ্বংস ; আক্রমণাত্মক চুক্তি ও শিবির গড়া নয়, তা পরিত্যাগ। শান্তি চাইলে আনবিক বোমা এবং ঐ ধরণের ধ্বংসকরি অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে ; যুদ্ধের জন্য প্রচার করলে শাস্তি হবে এই মর্ম্মে আইন করতে হবে। তা কি ট্রুম্যান সাহেব করছেন ? আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কি শান্তির জন্য উপরোক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ? আদৌ নয়। কোন রাষ্ট্রের বাজেট সেই রাষ্ট্রের নীতি ও আশা আকাঙ্খার প্রকাশ। অথচ মার্কিণের বাজেট যুদ্ধ বাজেটেরই নামান্তর ; প্রতি বছর আমেরিকার সামরিক খরচ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে মার্কিণের সামরিক খাতে মোট খরচের পরিমান ছিল ১০৭কোটী ৭০লাখ ডলার ; দশ বছর বাদে ১৯৪৮-৪৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়াল ১১৯১ কোটী ৩০ লাখ ডলারে ; ১৯৪৯-৫০ সালে আরও বেড়ে হল ১৩১৪ কোটী ৮০ লাখ ডলার ; সম্প্রতি ১৯৫০-৫১ সালে তা হয়েছে ১৬০০ কোটী ডলার। তাহলে দেখা গেল যুদ্ধপূর্ব্ব অবস্থার তুলনায় এই বছরে সামরিক খরচ প্রায় ১৫ গুণ বেড়েছে। এছাড়াও অন্যান্য দেশকে সামরিকভাবে প্রস্তুত করার জন্য ব্যয় বাজেটে মঞ্জুর করা হয়ে থাকে। গতবছর উত্তর আতলান্তিক ইউনিয়নের রক্ষার জন্য ১৩২ কোটী ৯০ লাখ ডলার ব্যয় মঞ্জুর হয়েছে। আমেরিকায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে ট্রুম্যান বলেছেন আমেরিকার সৈন্য সংখ্যাকে বাড়িয়ে ৩৫ লাখ করতে হবে এবং তার ওপরেও ২০ লাখ ন্যাশানাল গার্ড ও রিজার্ভ রাখা হবে। ৫০ কোটী ডলার খরচ করে আণবিক বোমার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এর পরও কি বলতে হবে মার্কিন রাষ্ট্র শান্তি চায় ? এই বিরাট যুদ্ধ খরচের জন্য পাছে মার্কিন জনতার মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় তাই ঘোষণা করা হল—"আমাদের গৃহ, আমাদের জাতি, আমরা যা বিশ্বাস করি সে সমস্ত আজ গভীর-ভাবে বিপদ গ্রস্থ।" কিন্তু কে বিপদগ্রস্ত করল—সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন, না নয়াগণতান্ত্রিক দেশগুলি, না সকলেই ? এই দেশগুলির কোন একটি দেশেরও সৈন্যবাহিনী নিজের দেশের বাইরে যায়নি, আমেরিকার ত্রিসীমানায় তারা যায়ইনি বরং আমেরিকার সৈন্যবাহিনী কোরিয়ায় আক্রমণাত্মক লড়াই চালাচ্ছে, মহাচীনের অধিকারভুক্ত ফরমোসাদ্বীপ দখল করেছে, তার মূল ভূখণ্ডের ওপর অসংখ্যবার বোমা বর্ষণ করে চৈনিক সম্পত্তি ও জনসাধারণের প্রাণ ধ্বংস করেছে, সোভিয়েট রাষ্ট্রের সীমা বেআইনীভাবে লঙ্ঘন করে তার ওপর বোমা ফেলেছে। উপরন্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন ও নয়াগণতান্ত্রিক দেশগুলি নিজের দেশের অর্থনীতিকে দ্রুতভাবে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করেছে। তারা যুদ্ধ চায় না, কারণ যুদ্ধ তাদের গঠনমূলক কাজকে একেবারে বিধ্বস্ত করে দেবে। এই দেশগুলি যে শান্তি চায় তার প্রমাণ হল এই সব দেশে যুদ্ধ প্রচার শাস্তিমূলক অপরাধ বলে ধার্য্য হয়েছে। প্রত্যেক বছর এখানে সামরিক ব্যয় কমতির পথেই চলেছে। তাহলে কে আমেরিকার স্বাধীনতা ও বিশ্বাস বিধ্বস্ত করল ? বাস্তবে কেউই করে নি। এটা হল আক্রমণাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি গড়ার জন্য ধাপ্পা। তা হলে পরিস্কার হল ট্রুম্যান যে শান্তি ও স্বাধীনতার কথা বলতে সুরু করছেন তার পিছনে মতলব আছে অন্য। পৃথিবীর প্রতিটি দেশের শ্রমজীবি মানুষ আজ আর নিষ্পেষিত হতে রাজী নয়, বিশেষ করে উপনিবেশ ও অর্দ্ধ উপনিবেশগুলির শোষিত মানুষ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা, সমাজ-তন্ত্র ও স্থায়ী শান্তির জন্য। এই সব গণ-অভ্যুত্থানগুলিকে ওয়াল্‌ষ্ট্রীটের কর্ত্তারা "সাম্যবাদী সাম্রাজ্যবাদ" বলে অভিহিত করেছেন। কোন দেশের জনসাধারণ নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়লেই তা মার্কিন কর্ত্তাদের কাছে হয়ে পড়ে 'সাম্যবাদী সাম্রাজ্যবাদ' এবং সঙ্গে সঙ্গে গোলা বারুদ কামান এরোপ্লেন নিয়ে হাজির হয় সাম্রাজ্যবাদী দস্যুর দল স্বাধীনতাকামী মানুষকে নিশ্চিহ্ন করতে। এরই নাম হল 'গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষা' ট্রুম্যানের মতে। স্বাধীনতা বলতে এই সব সাম্রাজ্যবাদী দস্যুর দল মনে করে নিপীড়িত জাতিগুলিকে নিরঙ্কুশে শোষণ করার তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং শান্তি হল—নিপীড়িত জনতার সেই শোষণ নির্বিচারে শান্তিপূর্ণভাবে মেনে নেওয়া। এ শান্তি কবরের শান্তি ; কোন সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তিই এই ধরণের কথা মানা দূরে থাকুক ভাবতেও রাজী হতে পারে না।

এটলি সাহেব ট্রুম্যান সাহেবের চেয়ে কম যান না। মালয়ের স্বাধীনতা-কামী জনসাধারণের ওপর নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করে চলেছে সাম্রাজ্যবাদী সৈন্য-বাহিনী। এর নাম এটলির মতে শান্তি রক্ষা ! তিনি বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন—মালয় বাসীরা নিশ্চয় জাতি নয় তাঁর কাছে তাই তো বোমা ফেলে আর কামান দেগে তিনি সম্প্রীতি বজায় রাখছেন। কোরিয়ায় ইংরেজ সৈন্য কোরিয়াবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালাচ্ছে তাও শান্তির জন্য। পশ্চিম ইউরোপে যে ৫০ থেকে ৬০ ডিভিসন সৈন্য মওজুদ করার ব্যবস্থা হচ্ছে, নাৎসীবাদকে আবার পুনরু-জ্জীবিত করার চেষ্টা চলেছে তার প্রধান পাণ্ডা হল এটলি সরকার। আমেরিকার প্রতিটি যুদ্ধ প্রচেষ্টার সমর্থন ও সাহায্যকারী হল গ্রেট বৃটেনের তথাকথিত শ্রমিক সরকার। যে শক্তি পৃথিবী জুড়ে শোষণের ঘাঁটী বজায় রেখেছে এবং সেই শোষণ অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে আর একটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তার মুখে শান্তির কথা শোভা পায় না।

আর নেহেরুকে শান্তির একজন মস্ত যোদ্ধা বলে ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের একদল তথাকথিত সাম্যবাদী মাতামাতি সুরু করে দিয়েছে। এদের উৎসাহের কারণ, ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছেন—"আণোবিক বোমা হল অমঙ্গলের প্রতিমূর্ত্তি।" এই ধরণের মত প্রকাশ করতে বহু পুঁজিবাদী দেশের শাসকদের দেখা গিয়েছে। সুতরাং এই কথাটুকু বলার জন্য পণ্ডিত নেহেরুকে যদি শান্তির যোদ্ধা বলে স্বীকার করতে হয়, তাহলে অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের শাসক যারা এই রকম কথাবার্ত্তা বলেছে তাদের যুদ্ধ-চক্রান্তকারী বলার কোন যুক্তিই থাকে না। ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এমন কি খোদ গ্রেট বৃটেনের প্রধান মন্ত্রীরাও শান্তির রক্ষক হয়ে পড়েন। শুধু কথা দিয়ে কাউকে বিচার করতে যাওয়া ভুল। কে না জানে বর্ত্তমানে ভারতীয় রাষ্ট্র কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক, কি সামরিক প্রতিটি ক্ষেত্রে ইঙ্গমার্কিন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাদী শিবিরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। এবং যতদিন ভারতীয় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো পুঁজিবাদী থাকবে ততদিন সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতন্ত্রী এই দুই শিবিরের মধ্যের শ্রেণী দ্বন্দ্বে সে সাম্রাজ্য-বাদী শিবিরকে সাহায্যও করবে। এই সিদ্ধান্ত উপরোক্ত তথাকথিত সাম্যবাদীর দল মানে। তারাও ভারতীয় রাষ্ট্রকে ফ্যাসিবাদী এবং যুদ্ধ প্রচারক রাষ্ট্র বলে বিশ্লেষণ করে। কিন্তু তবুও নেহেরু তাদের কাছে শান্তির রক্ষক। এ জাতের রাজনৈতিক কেরামতী সত্যই খুব কম দেখা যায়। ভারতীয় রাষ্ট্র ফ্যাসিবাদী যুদ্ধবাদী কিন্তু তার প্রধান মন্ত্রী শান্তির রক্ষক—চমৎকার যুক্তি ! নেহেরু ও নেহেরুর নীতির মধ্যে কোন সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। সুতরাং যতদিন নেহেরু বর্ত্তমান ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কর্ণধার থাকছেন ততদিন তাঁর পক্ষে শান্তির যোদ্ধা হওয়া অসম্ভব, বরং তাঁর একমাত্র চেষ্টা হবে ভারতবর্ষে যে শান্তি আন্দোলন গড়ে উঠেছে তা বানচাল করা। শান্তির কথা পণ্ডিত নেহেরুর মুখ থেকে শান্তি আন্দোলনকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

আন্তর্জাতিক আসর

- **টিটোচক্রের সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে নির্লজ্জ দালালী**
- **কমনওয়েলথ সম্মেলনে এশিয়ার মুক্তি আন্দোলনকে বিধ্বস্ত করার ষড়যন্ত্র**
- **দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলিতে মার্কিণ স্বার্থ**

সাম্যবাদী নাম নিলেই যে সাম্যবাদী হওয়া যায় না তার জলন্ত প্রমাণ হল যুগোশ্লাভিয়ার টিটো চক্র। এত দিন সমাজতন্ত্রী বলে জাহির করে সমাজতন্ত্রের সবচেয়ে বড শত্রু হিসাবে কাজ করে চলেছিল যেমন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকভুক্ত দলগুলি, তেমনি এখন টিটোগোষ্ঠি নিজেকে সাম্যবাদী বলে ঢাক পিটিয়েও কার্য্যতঃ ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের হয়ে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারে নেমেছে। কোন দল যখন সোভিয়েট বিদ্বেষী প্রচারের নামে তখন মুখে বিশ্ব বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের হয়ে বড বড় কথা বলেও সে পুঁজিবাদীদের দালালী করে। পৃথিবীর গোটা সামাজিক শ্রেণী শক্তি যেখানে আজ দুটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে সেখানে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরোধীতার বাস্তব অর্থই হ'ল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাদী শিবিরকে সাহায্য করা। তৃতীয় শিবিরের কথা বলা হ'ল জনসাধারণকে ভুল বুঝিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির শক্তি বৃদ্ধি করা। গোটা পৃথিবীর সোস্যাল ডিমোক্রাট দলগুলি সে কাজ এতদিন করে আসছিল; টিটো গোষ্ঠি আজ তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

অতি ঝানু প্রতিক্রিয়াশীলরাও চক্ষু লজ্জার খাতিরে বলতে পারবে না মার্কিন সৈন্যরা কোরিয়ায় যা করছে তা অতি ভাল কাজ। রাষ্ট্রসংঘের নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই যে কোরিয়াবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোরিয়ায় এক আক্রমণাত্মক লড়াই চালাচ্ছে এ কথা যে কোন প্রগতিবাদী লোক স্বীকার করবে। তাই জন্য প্রতিটি শান্তিকামী লোকই শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক সর্ত্ত হিসাবে কোরিয়া হতে সমস্ত বিদেশী সৈন্যের অপসারণ দাবী করে। চৈনিক স্বেচ্ছাসেবকরা যে মার্কিণের আক্রমণাত্মক যুদ্ধের বিরুদ্ধে স্থায়ী শান্তির জন্য লড়াই চালাচ্ছে, আমেরিকার বিশ্ববিজয়ের প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করছে—এ সত্য প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী মানুষই মানে।

অথচ সাম্যবাদী' টিটো তার উল্টো কথাই প্রচার চালাচ্ছে। যুগোশ্লাভিয়ার টিটোচক্রের বিখ্যাত মুখপত্র Vijesnik সম্প্রতি এক প্রবন্ধে লিখেছে— চীন উত্তর কোরিয়ার আক্রমণ নীতিতে গোড়া হতে সাহায্য করে আসছে। চৈনিক সৈন্যবাহিনী আক্রমণকারীদের, পররাজ্যলোলুপ বিশ্বশান্তিহন্তাদের সাহায্য করছে। শুধু যে তারা সাহায্যই করছে তাই নয় তারা নিজেরাই আক্রমণকারী। চীন, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও তার সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার হয়ে কাজ করে চলেছে। ইহা ঘৃণ্য অপরাধ। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিরোধ করার নামে চীন নিজের এই আক্রমণের সাফাই গাইছে। রাষ্ট্রসংঘের সৈন্যবাহিনী যারা কোরিয়ায় লড়ছে তারা কি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অস্ত্র যে কথা কমিনফর্ম প্রচার করে থাকে? ইহা পরিষ্কার যে, যে উত্তর কোরিয়া ও চীন বিশ্বশান্তিকে বিপন্ন করেছে তারা সেখানে তারই বিরুদ্ধে লড়ছে। যদিও আমেরিকা পুঁজিবাদী দেশ তবুও তাদের এই লড়াই প্রগতিশীল কারণ তারা পররাজ্য আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়ছে। হিটলারের বিরুদ্ধে আমেরিকার লড়াই যেমন প্রগতিশীল ছিল এই লড়াইও তেমনি প্রগতিশীল"।

অর্থাৎ টিটোচক্রের মতে চীন আর উত্তর কোরিয়া হল হিটলারের সমগোত্রীয়। ডলারের জুতা এমনই মিটে যে ওয়ালষ্ট্রীটের প্রভুদের সুরে সুর আপনিই মিলে যায়। অবশ্য শ্রেণী-স্বার্থ ঢেকে রাখা দায় এই যা। কস্তুরীর মত নিজের গন্ধ যে বের করবেই। তাই সাম্যবাদের খোলস ফেটেই আসল গন্ধ বের হয়েছে।

★ ★ ★

লণ্ডনে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগ দেবার আগে পণ্ডিত নেহেরু ঘোষণা করেছিলেন, বিশ্বশান্তি রক্ষাই হবে সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। মিঃ মেক্সিসও বেতার বক্তৃতায় বলেন—বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য একত্রে চিন্তা এবং একযোগে কাজ করাই হচ্ছে এখনকার সর্ব্বপ্রথম কাজ। সুতরাং আশা হতে পারে কমনওয়েলথের দেশগুলি শান্তির জন্য সত্যই উৎসুক। এটলি, বেভিন, মেক্সিস, নেহেরু, লিয়াকৎ প্রভৃতি বিরাট বিরাট নেতা শান্তির কথা চিন্তা করে ঠিক করলেন—অস্ত্রসস্ত্রও বাড়াতে হবে, আণবিক বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাইকারী হারে তৈরী করছে তাও তৈরী করতে হবে, জাপানের যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক বীভাণুযুদ্ধে বিশেষজ্ঞ তাদের দিয়ে মার্কিনের পরীক্ষাগারে যে বিজাণু অস্ত্র তৈরীর চেষ্টা চলেছে তাও চলুক, উপরন্তু আতলান্তিক চুক্তি ও ব্লকের মত মধ্যপ্রাচ্যে ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দুটা চুক্তি বলবৎ করতে হবে। এ সব অবশ্য আক্রমণের উদ্দেশ্যে নয়, বিশ্বশান্তি রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই তাঁরা তৈরী করবেন। কমনওয়েলথ সম্মেলনের এই সব পরিকল্পনা মার্কিন কর্ত্তাদের সাদর সমর্থন ও আশীর্বাদ লাভ করেছে। এখন কাজে লেগে গেলেই হয় আর কি।

শান্তির জন্য সৈন্যসংখ্যা হ্রাস, যুদ্ধচুক্তি বাতিল—এই সব কথাই শান্তিকামী মানুষে বলে। অথচ মধ্যপ্রাচ্যে কোন গোলযোগ নেই, কোন শক্তি মধ্যপ্রাচ্যের সীমায় সৈন্য মতায়েন করেওনি, তবুও সেখানে একটা সামরিক ব্লক গড়ার কি দরকার পড়ল? কারণটা খুব সোজা শান্তির শক্তি যতই বাড়বে যুদ্ধবাদীর দল ততই মরিয়া হয়ে উঠবে। কোরিয়ার স্বাধীনতাকামী জনতার কাছে প্রচণ্ড মার খেয়ে ইঙ্গমার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীর দল পৃথিবীর চারিদিকে লড়াইয়ের আগুণ ছড়িয়ে দিতে চাইছে। মধ্যপ্রাচ্যের সামরিক প্রস্তুতি গড়ে তোলার অর্থ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি ইঙ্গমার্কিন সমরাস্ত্রে লোক জোগান দেবে। এশিয়াবাসীর রক্তে যুদ্ধবাদীরা স্বাধীনতাকামী জনতার মুক্তি সংগ্রাম ব্যর্থ করার চেষ্টা করছে। মধ্যপ্রাচ্য হচ্ছে ইঙ্গমার্কিণ কোটীপতিদের অবাধ মুনাফা লোটার স্থান। দিকে দিকে উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশগুলিতে যে রকম সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি আন্দোলন বেড়ে উঠছে তাতে করে এই সব দেশে থেকে যাতে হটে আসতে না হয় তাই এখানে ইঙ্গ-মার্কিণ নেতৃত্বে সামরিক প্রস্তুতি গড়ে তোলা হচ্ছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদ কাঁপছে। কোরিয়া মুক্ত হলে বলে, ভিয়েৎনামে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ মরমর; মার্কিণের অঢেল সাহায্যে তাকে বাঁচাতে পারছে না। মালয়ের বীর গরিলা বাহিনীর প্রতিরোধ আন্দোলনে এটলি সরকার উদ্ব্যস্ত। ফিলিপাইনে দিন দিন মুক্তি ফৌজ শক্তিশালী হচ্ছে। এই মুক্তির শক্তিকে পিষে মারার পাকা ব্যবস্থা করার জন্যই প্রশান্তমহাসাগরীয় শিবির গড়ার চেষ্টা চলেছে। সুতরাং কমনওয়েলথ সম্মেলন শান্তি বৈঠক নয়; তা হল এশিয়ার মুক্তি আন্দোলনকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র—আর একটা বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার চক্রান্ত।

★ ★ ★

শান্তি ও স্বাধীনতার রক্ষার কথা বলে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল শাসকবর্গের সহযোগিতায় ধীরে ধীরে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াকে গ্রাস করছে। এ কথা কে না জানে যে, কোন দেশ অর্থনৈতিকভাবে পরাধীন থাকলে কার্য্যতঃ পরাধীন হয়েই থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর হতে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ যে বিশ্ববিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তাতে দেখা যায় পুঁজিবাদী দেশগুলির অর্থনীতিকে নিজের কুক্ষিগত করে পরোক্ষে যে শাসন চালাবে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় সেই কাজই চলছে।

থাইল্যাণ্ডের সমস্ত রপ্তানী বাণিজ্য,—চাল, টিন, রবার প্রভৃতির একচেটে অধিকার একটি আমেরিকান কোম্পানীকে দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয় মার্কিণের হাতে একচেটে অধিকার থাকবে দেশের পরিবহন ব্যবস্থার। যুদ্ধের আগে ইন্দোনেশিয়ায় মার্কিণ পুঁজি যেখানে মোট পুঁজির ৫% ছিল আজ তা ৪০% ভাগে উঠেছে। ১৯৪৮ সালে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে মার্কিনের এক ১৫ সালা চুক্তি হয়েছে যাতে করে দেশের সমস্ত আমদানী রপ্তানী বাণিজ্য শাসন করবে মার্কিণ। একটি আমেরিকান ফার্ম একাই ১০ লাখ একর রবার ক্ষেত্রের মালিক। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ কার্য্যতঃ মার্কিণের অধিকারে। এখানকার জমিতে ৯৯ বছরের চুক্তিতে আমেরিকা ২৩ টি সামরিক ঘাঁটি গেড়েছে এবং সেখানে মার্কিণ সৈন্যও রাখা হয়েছে। মালয়ে ইঙ্গমার্কিণ যুক্তভাবে নিরঙ্কুশ শোষণ চালাচ্ছে।

এই চূড়ান্ত শোষণের বিরুদ্ধে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার জনগণ মুক্তি আন্দোলন লড়ছে। তাকে ধ্বংস করে নিজেদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার মতলবে সাম্রাজ্যবাদীর দল দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ায় আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালিয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের নিশানা তাদের এই কাজে সাহায্য করছে বলতে হবে। কারণ শুধু কোরিয়াতেই রাষ্ট্রসংঘের বেনামীতে মার্কিণ সৈন্য লড়ছে না, ভিয়েৎনাম ও অন্যান্য দেশে লড়ার জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান চেষ্টা করছেন।

পশ্চিম বাংলা সরকারের চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যনীতি

হাসপাতালের বেড তুলে দেওয়া ও সাধারণ কর্ম্মচারী ছাঁটাই

● হাজার হাজার টাকায় পেটোয়া লোক পোষণ ●

ভারতীয় জনসাধারণের বিশেষ করে গরীব বাঙালীর স্বাস্থ্যের অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে চলেছে। বিনা চিকিৎসায় বহু লোককেই অকাল মৃত্যু বরণ করতে হচ্ছে। এই অবস্থায় যে কোন সরকারের উচিত জনসাধারণের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। কিন্তু কংগ্রেসী সরকারের সে দিকে কোন দৃষ্টিতো নেই, উপরন্তু এতদিন হাসপাতালে সিটের যে সংখ্যা ছিল এবার তাও কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিধান রায় বাংলার প্রধান মন্ত্রী ; নামকরা ডাক্তার তিনি। তাই বোধ হয় বাঙালীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাঁর এত নজর। তাঁর একটি আদেশেই বর্দ্ধমান হাসপাতালের ১০০ টি সিট কমিয়ে দেওয়া হল।

এই কাজের অজুহাত হিসাবে বলা হয়ে থাকে, টাকা নেই তাই সিট রাখা সম্ভব নয়। বিদেশী শাসনের যুগে, কুখ্যাত লিগ আমলে বাংলা দেশে চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য খাতে যা খরচ করা হত "স্বাধীন" বাংলায় কংগ্রেসী রায় মন্ত্রীমণ্ডলীর কালে তা গেল কমে। ১৯৪৫-৪৬ সালে এই দুই খাতে বাংলার মোট খরচ হয়েছিল ১, ৯৪, ৭৪, ০০০ টাকা। রায় মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হলে তা কমে দাঁড়াল ১, ৫৫, ৬৩, ০০০ টাকায়। অবশ্য দু বছর বাদে খরচ কিছু বেড়েছে। কিন্তু খরচ বাড়লেও জনসাধারণের সুখসুবিধা বাড়েনি কারণ স্বজন পোষণেই সব টাকা ফুরিয়ে যায়, দেশবাসীর স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বড় কিছু থাকে না। টাকার অভাবের কথা বলা হয়ে থাকে অথচ চিকিৎসা বিভাগের জন্য ১৯৪৫-৪৬ সালে অবিভক্ত বাংলায় যেখানে ১ জন সার্জন জেনারেল ও ২ জন ডেপুটী সার্জন জেনারেল দিয়ে কাজ চালান সম্ভব হত আজ সেখানে ৩ জনের জায়গায় বসান হয়েছে ১৩ জনকে যদিও বিভক্ত বাংলা অবিভক্ত বাংলার এক-তৃতীয়াংশ। চিকিৎসা বিভাগের কর্তৃপক্ষের পেছনে আগে যেখানে ১, ৪৫, ১০০ টাকা খরচ হত আজ সেখানে খরচ হচ্ছে ৪, ৯৭, ৫৮০ টাকা। শুধু যে চিকিৎসা বিভাগে এই রকম অবস্থা তাই নয়, জনস্বাস্থ্য বিভাগেও তাই। ১৯৪৫-৪৬ সালে যেখানে গেজেটেড অফিসারের সংখ্যা ছিল ১৪ জন ১৯৫০-৫১ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৫৫ জন। অ'ফস পোষার খরচও সেই অনুপাতে বেড়েছে। আগে ছিল ৫, ১৫, ২০০ টাকা আজ ৯, ১২, ৭০০ টাকা।

আবার এই সব নিয়োগের দিকে তাকালে বোঝা যায় গতিটা কোন পথে, আগে কেরাণীর সংখ্যা ছিল ৫০ আজ তা কমে হয়েছে ৩৬। এই ভাবে গরীব মধ্যবিত্ত কেরাণী ছাঁটাই হচ্ছে আর তার বদলে হাজার হাজার টাকার মাহিনার বড়বাবু, বড় সাহেব নিযুক্ত হচ্ছে। অবশ্য ওপরের লোকরা মন্ত্রি দের বন্ধুবান্ধব এই যা কথা।

দেশের স্বাস্থ্য বলতে দেশের লোকের স্বাস্থ্য বোঝায়। বাংলা দেশের অধিবাসীরা ম্যালেরিয়ায় উজাড় হয়ে চলেছে আর কংগ্রেসী সরকার মাসিক ১১৬০ টাকায় একজন ম্যালেরিয়া অফিসার, ৬৮০ টাকায় একজন মশা বিশেষজ্ঞ, ৫০০ টাকায় একজন ম্যালেরিয়া ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করেই খালাস। এর পর আর কি দায়িত্বই বা থাকতে পারে? এবং বঙ্গালা দেশে এর পর ম্যালেরিয়া থাকা উচিতও নয় নিশ্চয়। বাঙলী ওষুধ পায় না, চিকিৎসা করতে পারে না অর্থের অভাবে, খেতে পায় না তাতে কি আসে যায় বিশেষতঃ যখন ২৫০০ টাকা মাসিক মাইনেতে ডিরেক্টর, ১২৫০ টাকায় ডেপুটি ডিরেক্টর, ১২৫০ টাকায় জনচারেক গণ্যমান্য বিশিষ্ট অফিসার আছেন। দেশের লোক তো মরবেই, কুকুর বেড়ালের মত মরার জন্যইতো তারা জন্মেছে তা বলে 'ক দেশী সাহেবদের হাজার হাজার টাকা দেওয়ার বাধা আছে?—কংগ্রেসী দৃষ্টিভঙ্গি হল এই।

কম্যুনিষ্ট পার্টির বিভেদ চক্রান্ত

যুক্তফ্রণ্ট গঠনের কথা মুখে বলেও কার্য্যতঃ সংগ্রামী চাষাদের বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা

কংগ্রেসী সরকারের খাদ্যনীতির হয়ে দালালী

ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি মুখে এবং কাগজে পত্রে আবার নতুন করে 'ইউনাইটেড ফ্রণ্ট,' যুক্ত মোর্চা, গঠনের কথা বলতে সুরু করেছে। এই দিন কতক আগেও তাদের কাছে সমস্ত বামপন্থী দল এমন কি সাধারণ শ্রমিক ও চাষীরা নেহেরু সরকার ও সাম্রাজ্যবাদের দালাল হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের তারা শুধু বিপ্লবী বলে জাহির আর ব্যবহারে তাদের অতি বিপ্লবী খোকামীপনার দ্বারা নিজেদের বিপ্লবের সবচেয়ে বড় শত্রু বলে প্রমাণ করত। ফলে ভারতীয় জনসাধারণের কাছ থেকে তারা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং দলও ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে যায়। এখন তারা তাদের তখনকার ভুলের কথা স্বীকার করছে এবং যাদের দালাল বলেছিল তাদের কাছে ক্ষমাও চাচ্ছে। কিন্তু এই ক্ষমা চাওয়াচায়ি ও দোষ স্বীকার যে লৌকিকতা ছাড়া আর কিছু নয়, 'ইউনাইটেড ফ্রণ্ট গঠনের মত রাজনৈতিক চরিত্রের যে তাদের অভাব তা আজও তাদের ব্যবহারে প্রমাণিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, দুদিন আগে যারা বিপ্লব আরম্ভ করে দেবার কথা বলে পটকা ছুঁড়ে বিপ্লবী দায়িত্ব পালন করছিল তারাই আজ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ সংগ্রামী চাষীদের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়তে বারণ করছে। চাষীদের এ লড়াই পটকাবাজী নয়; কংগ্রেসের খাদ্য সংগ্রহনীতির নামে গরীব চাষীর ধান লুঠ করা নীতির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ গণ আন্দোলন।

২৪ পরগণা জেলার জয়নগর থানার অধীনে গরীব ও মধ্য চাষীরা সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার, যুক্ত কিষাণ সভা ও ক্ষেতমজুর ফেডারেশনের নেতৃত্বে যে আন্দোলন করছে কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে, সেই উদ্দেশ্যকে বানচাল করার জন্য কম্যুনিষ্ট পার্টির জনৈক স্থানীয় নেতা, বামুনেরচক গ্রামে গিয়ে চাষীদের বোঝাবার চেষ্টা করছেন—"এরা সব সরকারের দালাল, ওদের বিশ্বাস করনা।" সব দলকেই দালাল ভাবা—এই মনোবৃত্তি যে ইউনাইটেড ফ্রণ্টের মনোবৃত্তিই নয় এ কথা ছেড়ে দিলেও অবাক হতে হয় কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্মীটির রাজনৈতিক ব্যবহার দেখে। তিনি যদি প্রচার চালিয়ে আন্দোলনের নেতৃত্বকে দালাল প্রমাণ করে কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে আন্দোলন পরিচালিত করার চেষ্টা করতেন তাহলে অন্ততঃ তাঁর ব্যবহারকে অরাজনৈতিক বলা যেত না। তিনি তা না করে চাষীদের মধ্যে পরাজিতের মনোভাব জাগাবার কাজে ব্যাপৃত আছেন এবং প্রচার চালাচ্ছেন আন্দোলন চালিয়ে কিছু লাভ হবে না বরং বিপদ বাড়বে। সুতরাং কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করাই বর্ত্তমানে যুক্তিযুক্ত।

এই তথাকথিত সাম্যবাদীটি কম্যুনিষ্ট পার্টির একজন U G. কর্মী ছিলেন, যে গ্রামে তাঁর গোপন বাস ছিল সেখানে পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে এ ধরণের প্রচার করতে গেলে সংগ্রামী চাষী। তাঁকে ভদ্রভাবে জানিয়ে দেয়—এখন তাঁর জয়নগর থানার দারোগা বাবুর টাবলে কিংবা সিভিল সাপ্লাই দপ্তরের কোথাও বসা উচিত, গ্রামের চাষীদের কাছে তাঁর মত 'ভদ্রলোক' না এলেই চাষীরা খুশী হবে।" এরপর তিনি অবশ্য আর সে পথ মাড়ান নি।

কংগ্রেসী সরকারের খা[...] প্রতিবাদে

২৪ পরগণা জেলায় কৃষক ত[...]

মুলারহাটে চাষাদের বিরাট জ[...]

যুক্ত কিষাণ সভা ও ক্ষেতমজুর ফেডারে[...] করে সরকারী ধান লুঠ করা নীতি ব্যর্থ ক[...]

"কংগ্রেসী সরকারের প্রতিটি নীতির উদ্দেশ্য হল জমিদার ও মিলমালিকদের রক্ষা করা; তাই তারা একদিকে ডি, পি, এজেণ্ট দিয়ে গরীব ও মধ্যচাষীর কাছ থেকে একরকম বিনা দামে জোর করে ধান কেড়ে নিচ্ছে অন্যদিকে সেই ধান কালোবাজারী করতে দিচ্ছে বড়লোকদের। এই জুলুমকে ব্যর্থ করতে হলে বড়লোকের দল, কংগ্রেসকে, শক্তিহীন করে দিতে হবে। তার জন্য সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন, নিজেদের সংঘবদ্ধ করা, নিজেদের সংহত শক্তিকে নিজেদের সংগঠনের নেতৃত্বে চালিত করা। সে সংগঠন হচ্ছে যুক্ত কিষাণ সভা ও ক্ষেতমজুর ফেডারেশন। তাদের জোরদার করে গড়ে তুলুন।"—গত ৭ই ডিসেম্বর তারিখে ২৪ পরগণা জেলার মুলার হাট গ্রামে চাষী ও ক্ষেতমজুরের যে বিরাট সভা হয় পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসী সরকারের খাদ্য নীতির প্রতিবাদে তাতে [...] পরগণা জেলা [...] সভাপতি, কম[...] উপরোক্ত মর্মে [...]

দক্ষিণ ২৪ [...] চাষীরা সরকা[...] আন্দোলন করছে[...] করে গরীব ও [...] চলবে না, চাষী [...] বিক্রী করবে [...] দাম অনুযায়ী [...] একদিকে কং[...] সাহায্যে ও স্থ[...] ডি, পি, এজে[...] গরীব চাষীদের [...] আড়াই সের [...] অথচ বড় বড় [...] গোলায় হাত দি[...] সিভিল সাপ্লাই [...]

কর্তৃপক্ষের অন্যায় আচরণ ও দুর্নী[...]

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের ছাত্রদের অবি[...]

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলে ছাত্রদের স[...] মানিয়া লইতে বাধ্য

প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র অশোক বসুকে ভুয়া অজুহাতে সাসপেণ্ড করার প্রতিবাদে সমস্ত ছাত্ররা গত ৩ সপ্তাহ যাবৎ ধর্ম্মঘট করিয়া আসিতেছিল। এই প্রতিষ্ঠানে বহুদিন ধরিয়া ছাত্র ও কর্তৃপক্ষের সহিত মনোমালিন্য চলিতেছিল। ইহার কারণ ছাত্রেরা নিজেদের বিভিন্ন অভাব অভিযোগ যেমন স্থানাভাব, উপযুক্ত সংখ্যক সাজসরঞ্জাম, উপযুক্ত শিক্ষক প্রভৃতি অভাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করিয়াছে। কর্তৃপক্ষ ইহা কোন দিনই কর্ণপাত করে নাই, তাহাদের ইহাও অভিযোগ ছিল যে কোন অনুমোদিত ছাত্র ইউনিয়ন না থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ প্রতিবৎসর ছাত্রদের নিকট হইতে ইউনিয়ন বাবদ চাঁদা গ্রহণ করেন। এবং ছাত্রদের ইউনিয়ান গঠনের প্রচেষ্টাও কর্তৃপক্ষ কোনদিনই অনুমোদন করেন নাই।

ঘটনায় প্রব[...] বাৎসরিক ৬০০ [...] কর্তৃক প্রদত্ত [...] বিষয় সম্পর্কেও [...] ছিল।

ইহা ছাড়া [...] ও লাইব্রেরী ই[...] সত্ত্বেও কোন ছ[...] দন করা সম্ভব [...]

এই সব দু[...] বাদে ছাত্ররা [...] আন্দোলন চা[...] পক্ষ কর্তৃক বি[...] মনোবলকে স্ব[...] উপরন্তু এই ঐ[...] তাহাদের সমস্ত [...] করিয়াছে। [...] জের সামনে এ[...] করিয়াছে।

সরকারের খাদ্যনীতির প্রতিবাদে

৷ জেলায় কৃষক আন্দোলন

াটে চাষীদের বিরাট জমায়েত

ও ক্ষেতমজুর ফেডারেশনকে জোরদার

ন লুঠ করা নীতি ব্যর্থ করার শপথ গ্রহণ

প্রতিটি নীতির
মিলমালিকদের
দিকে ডি, পি,
ধ্যচাষীর কাছ
ণ জোর করে
কে সেই ধান
বড়লোকদের।
হলে বড়-
শক্তিহীন করে
প্রথমে প্রয়ো-
রা, নিজেদের
র সংগঠনের
সংগঠন হচ্ছে
তমজুর ফেডা-
র করে গড়ে
। তারিখে ২৪
গ্রামে চাষী ও
া হয় পশ্চিম
খাদ্য নীতির

প্রতিবাদে তাতে সভাপতি হিসাবে ২৪ পরগণা জেলা ক্ষেতমজুর ফেডারেশনের সভাপতি, কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী উপরোক্ত মর্মে আহ্বান দেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় গরীব ও মধ্য চাষীরা সরকারের খাদ্যনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। তাদের দাবী—জোর করে গরীব ও মধ্যচাষীর ধান কাড়া চলবে না, চাষীরা স্বাধীন ভাবেই ধান বিক্রী করবে এবং অন্যান্য জিনিষপত্রের দাম অনুযায়ী ধানের দাম দিতে হবে। একদিকে কংগ্রেসী সরকার পুলিশের সাহায্যে ও স্থানীয় চোরাকারবারিদের ডি, পি, এজেন্ট নিযুক্ত করে সাধারণ গরীব চাষীদের কাছ থেকে দু সের আড়াই সের পর্য্যন্ত চাল কেড়ে নিচ্ছে অথচ বড় বড় জমিদার ও জোতদারের গোলায় হাত দিচ্ছে না উপরন্তু সরকারী সিভিল সাপ্লাই বিভাগের কর্ত্তারা জমিদার ও জোতদারদের কাছ থেকে মোটা মোটা টাকা ঘুষ খেয়ে তাদের চোরাকারবার চালাতে সাহায্য করছে। এ ধরণের জুলুম ছাড়াও গরীব চাষীদের ওপর অন্য জুলুমও চলছে। প্রতি মণ ধানে তিন সের করে ধলতা (যার দাম দেওয়া হয় না) কেটে নেওয়া হচ্ছে; মণ প্রতি তিন আনা মুটে মজুরী বাদ দেওয়া হচ্ছে; ধানের দাম সঙ্গে সঙ্গে মেলে না, কয়েকদিন হাঁটাহাঁটির পর তবে পাওয়া যায়। একে তো সরকারী মতে ধানের দাম প্রতিমণ ৭৷৷০। এতে চাষীর খরচই পোষায় না। তার ওপর নানাভাবে তাদের কম দাম দেওয়া হচ্ছে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে জয়নগর থানার অধীনে বিভিন্ন স্থানের চাষীরা সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন চালাচ্ছে। সে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার, যুক্ত কিষাণ সভা ও ২৪ পরগণা ক্ষেত মজুর ফেডারেশন। এদেরই মিলিত উদ্যোগে মুলার হাটে কৃষক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট কৃষক সংগঠক আবদুল হান্নান গাজী। তিনি সংঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার ওপর বিশেষ জোর দেন। তাঁর বক্তৃতার পর সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বিশিষ্ট নেতা কমরেড শচীন ব্যানার্জী কংগ্রেসী সরকারের খাদ্য নীতি বিশেষ করে খাদ্য সংগ্রহনীতির তীব্র নিন্দা করে তার আসল শ্রেণীরূপ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সকলকে বুঝিয়ে দেন। বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড নীহার মুখার্জী গ্রামে গ্রামে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, আন্দোলন পরিচালনার জন্য স্থানীয় কমিটী গঠন এবং আন্দোলনকে ব্যাপকরূপ দেবার জন্য চাষীদের যুক্ত কিষাণ সভার এবং ক্ষেতমজুরদের ক্ষেতমজুর ফেডারেশনের সভ্য হবার উপদেশ দেন। সভায় যুক্ত কিষাণ সভার বাংলা শাখার সহ-সম্পাদক, কমরেড সুধীর ব্যানার্জী, বিশিষ্ট কৃষক নেতা কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এস, ইউ, সি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সম্পাদক অপরেশ চাটার্জ্জী প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। সরকারী খাদ্য নীতির পরিবর্ত্তন, ঢোলাই ও জীবন মোড়লের হাতের চাষীদের ওপর মার পিটের তীব্র নিন্দা, নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীর শাস্তি দাবী করে, দুইটি প্রস্তাব গৃহিত হয়। তা ছাড়া বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য দেশব্যাপী জোরদার শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বানও দেওয়া হয়।

প্রগ্রেসিভ কালচারাল এসোসিয়েসনের স্থানীয় শাখা সভায় দুইটি গণসঙ্গীত করেন।

্যায় আচরণ ও দুর্নীতির প্রতিবাদে

াট স্কুলের ছাত্রদের অবিরাম ধর্ম্মঘট

ালনের ফলে ছাত্রদের সমস্ত দাবী কর্তৃপক্ষ

মানিয়া লইতে বাধ্য

ছাত্র অশোক
াসপেণ্ড করায়
গত ৩ সপ্তাহ
তেছিল। এই
ছাত্র ও কর্তৃ-
চলিতেছিল।
দের বিভিন্ন
ানাভাব, উপ-
উপযুক্ত শিক্ষক
অভিযোগ পেশ
। কোন দিনই
াদের ইহাও
। অনুমোদিত
ত্বেও কর্তৃপক্ষ
হইতে ইউ-
য়েন। এবং
ার প্রচেষ্টাও
াদন করেন

ঘটনায় প্রকাশ যে সরকারী সাহায্য বাৎসরিক ৬০০০৲টাকা এবং কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত বাৎসরিক ১১০০০টাকার ব্যয় সম্পর্কেও ছাত্রদের বিশেষ অভিযোগ ছিল।

ইহা ছাড়া বাৎসরিক রিপোর্টএ বৃত্তি ও লাইব্রেরী ইত্যাদি বাবদ খরচ দেখানো সত্ত্বেও কোন ছাত্রের পক্ষে সে সুখ আস্বাদন করা সম্ভব হয় নাই।

এই সব দুর্নীতি ও আচরণের প্রতিবাদে ছাত্ররা এতদিন দৃঢ় সংঘবদ্ধ আন্দোলন চালাইয়া আসিয়াছে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা ছাত্রদের মনোবলকে ক্ষুন্ন করিতে পারে নাই। উপরন্তু এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম কর্তৃপক্ষকে তাহাদের সমস্ত দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য করিয়াছে। এই ঘটনা সমস্ত ছাত্রসমাজের সামনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে।

দেশবাসীকে নিরন্ন রেখে বিড়লা গোয়েঙ্কা গোষ্ঠির পকেট ভর্ত্তি

ধানের চাষ কমিয়ে দিয়ে পাটের চাষ বৃদ্ধি

এক বছরেই পাটের বাজারে ২০০ শত কোটী টাকা আয়

ভারত সরকারের নির্দেশে দেড়লাখ একর ধানের জমিতে ধানের বদলে পাট চাষ করা হয় পশ্চিম বাংলায়। বাংলা দেশে, কংগ্রেসী নেতাদের মতেই প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্যদ্রব্য কম উৎপন্ন হয়; প্রায়ই তাঁরা অধিক খাদ্যশস্য ফলাও বলে বানী বিবৃতি দেনও এবং এই সব বলার জন্য বছরে কয়েক লাখ টাকা খরচও করেন। অথচ বড়লোক পাটের রাজাদের পকেট ভর্ত্তির জন্য দেশের লোককে উপবাসী রেখে ধানী জমিতে পাট চাষ করার হুকুমও জারী করেন। মিঃ কে, ডি, জালান বলেছিলেন—"Diminution of production of foodgrains..... should be tolerated"—খাদ্যশস্য উৎপাদনে ঘাটতি সহ্য করা উচিত। কারণ পাটের চাষ বাড়ালে জালান সাহেবের সমগোত্রীয় বিড়লা গোয়েঙ্কা সুরজমল নাগরমল কেনেডি প্রভৃতি কোটীপতিদের মুনাফার পাহাড় আরও বাড়ে। দেশের লোকের খাবার ব্যবস্থা করা যেখানে যে কোন সভ্য সরকারের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান দায়িত্ব সেখানে কংগ্রেসী সরকার অর্দ্ধাহার ক্লিষ্ট জনসাধারণকে অনাহারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

এই সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে ভারতবর্ষ বিভক্ত হবার পর ভারতে পাট চাষ বাড়াতেই হবে। যদি ধরে নেওয়াও হয় পাট চাষ বাড়ান খুবই দরকার তাহলেও বলা যায় পশ্চিম বাংলার ধানী জমিতে হাত দেবার কোন দরকার নাই। এই খানেই ২০ লাখ একরের মত অনাবাদী এবং আরও ২ লাখ একর পতিত জমি আছে। এতে পাট চাষ অনায়াসেই হতে পারে। কিন্তু তা না করে দেশে যখন প্রচুর খাদ্যাভাব রয়েছে তখন খাদ্য শস্যের উৎপাদন কমিয়ে পাট চাষের কোন যুক্তিযুক্ততা নেই। পতিত ও অনাবাদী জমিতে চাষ করতে হলে সে গুলিকে চাষে পযোগী করতে হয়; তা না করে ধানের জমি দখল করার হুকুম হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ প্রচার করা হয় পাট চাষে ভারতের আয় বাড়বে। চাষীরও লোভ হবে। ভারতের আয় বাড়া বলতে বোঝায় ভারতবাসীর আয় বৃদ্ধি। তা আদৌ হয়না, পাট চাষের সমস্ত উপস্বত্বটুকু পাটের রাজা দেশী ও বিদেশী পুঁজিপতিদের পকেটে গিয়েছে। গত বছরে পাটের ব্যবসা করে মালিকরা আত্মসাৎ করেছে কমপক্ষে ২০০ কোটী টাকা, ভারত সরকার শুল্ক বাবদে পেয়েছে ৫০ কোটী জাহাজী মালিকরা পাট বয়ে মাশুল হিসাবে পেয়েছে ২০ কোটী, রেলওয়ের ভাগে পড়েছে ৫ কোটী টাকা। আর যে চাষীর দল খুন ঢেলে পাট ফলিয়েছে তাদের মধ্যে ভারতবর্ষের চাষীরা পেয়েছে ৩০ কোটী এবং মজুরী বাবদ শ্রমিকদের ভাগে পড়েছে ১৭ কোটী টাকা। তাহলে চাষীর অবস্থা স্বচ্ছল হবে পাট চাষ করে এ কথা বলা নির্জ্জলা মিথ্যা। ভারত সরকার শুল্ক হিসাবে যা পেয়েছে তা হতে বাদ গিয়েছে ৫কোটী ৭০ লাখ টাকা। কারণ ধানী জমিতে পাট চাষ করায় ২৫ লাখ মণ চাল কম পাওয়া যায় এবং সেটা বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়েছে। সুতরাং পাট চাষে যে লাভ কাদের তা বুঝতে কষ্ট হয় না। এইভাবে বিড়লা গোয়েঙ্কা সুরজমল নাগরমল ও বিলাতী পাট ব্যবসায়ীদের পকেট ভর্ত্তির উদ্দেশ্যে কংগ্রেসী সরকার দেশবাসীকে শুকিয়ে মারার ব্যবস্থা করছে।

রয়্যাল ক্যালকাটা গলফ ক্লাব কর্তৃপক্ষের জুলুম

গত ১১ই জানুয়ারী রয়াল ক্যালকাটা গলফ ক্লাবের বিশিষ্ট শ্রমিক কর্মী কলদেও মাহাতোকে কোন কারণ না দর্শাইয়া সাসপেণ্ড করা হয়। ইহাতে ক্লাবের শ্রমিকদের মধ্যে বিরাট অসন্তোষ দেখা দেয়। ক্লাব ইউনিয়নের সেক্রেটারী কমরেড অজিত সেন গত ১২ই ক্লাবের কর্তৃপক্ষের নিকট সাসপেনসনের কারণ জানিতে চাহিয়া চিঠি দিয়াছেন। কোন উত্তর না পাওয়ায় ইহার প্রতিবাদে গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী নীহার মুখার্জির সভাপতিত্বে শ্রমিকদের এক সাধারণ সভা হয়। ক্লাব এবং ইউনিয়নের সমান প্রতিনিধি লইয়া নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন দাবী ও প্রকৃত কারণ জানিতে চাহিয়া প্রস্তাব, ক্লাবের সেক্রেটারী, লেবার কমিশনার ও শ্রমমন্ত্রীর কাছে প্রেরণ করা হইয়াছে।

কয়লাখনি মজুরদের অসন্তোষ

দাবী আদায়ের জন্য সংগ্রামের প্রস্তুতি

● সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ●

(গণদাবীর বিশেষ সংবাদদাতা)

ঝরিয়া কয়লা খনির শ্রমিকদের ভিতর নানারকমের অসন্তোষ বহু দিন হইতেই ধীরে ধীরে ধুমায়িত হইয়া উঠিতেছে। কয়লা খনির দেশী বিদেশী মালিকদের মুনাফার পাহাড় দিন দিন যত উন্নতর হইতেছে, খনি শ্রমিকদের উপর মালিকদের জুলুমও ততই বাড়িতেছে। বর্ত্তমান অসম্ভব রকমের চড়তি বাজারে শ্রমিকদের বুনিয়াদি বেতন অত্যন্ত অল্প—তাহার উপরে নানারকমের আইনের ফাঁকে আসল মজুরি কমাইয়া দিয়া Raising (কয়লা খাদ হইতে উঠানো) বৃদ্ধির নামে শ্রমিকদের উপরে নিত্য নূতন বোঝা চাপান হইতেছে। বহু খনিতেই ছাঁটাই নীতি চালানো হইয়াছে যাহার ফলে গত দেড় বছরে কয়েক হাজার খনি শ্রমিক কর্ম্মচ্যুত হইয়া বেকার হইয়া পড়িয়াছে। ১৯৪৭ সালের ভারত সরকারের "কনসিলিয়েসন বোর্ডের এওয়ার্ড" শ্রমিকদের আসল দাবী দাওয়ার কোন সুরাহা ত করেই নাই উপরন্তু I,M,A, I,M,F, প্রভৃতি দেশী বিদেশী বড় বড় মালিক গোষ্ঠির প্রচুর সুবিধা করিয়া দিয়াছে। মালিক গোষ্ঠি দ্বারা সৃষ্ট ষ্ট্যাণ্ডিং অর্ডার শ্রমিকদের বহু মূল অধিকার ছিনাইয়া নিয়াছে। এই ধরণের অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কোলিয়ারীতে বহু খণ্ড খণ্ড শ্রমিক ধর্ম্মঘট ছাড়াও গত বৎসরের ৭ই নভেম্বরের সমস্ত কোলিয়ারীর ১দিনের নমুনা ধর্ম্মঘটের অপূর্ব্ব সাফল্য এই অসন্তোষের জলন্ত প্রমাণ। সমগ্র ঝরিয়া খনি অঞ্চলের প্রায় ৬০০ শত খনির মধ্যে শতকরা ৬০টি খনিতে ঐ ধর্ম্মঘট সফল হইয়াছিল। কিন্তু ঐ ধর্ম্মঘটের সময়ে এবং পরবর্ত্তী সময়ে আই এন-টি-ইউ-সি এবং সোস্যালিষ্ট পার্টি পরিচালিত ইউনিয়ন গুলির নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতায় এবং নির্লজ্জ দালালির জন্য মালিক পক্ষ এবং সরকার ঐ ধর্ম্মঘটকে বে-আইনী ঘোষনা করিয়া শ্রমিকদের বেতন, বোনাস ছুটি প্রভৃতি হইতে অন্যায় ভাবে বঞ্চিত করিয়াছে। সোস্যালিষ্ট পার্টি পরিচালিত ইউনিয়নগুলি যদিও ঐ নমুনা ধর্ম্মঘটে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু পরে নেতৃবৃন্দ নিজেদের হীন স্বার্থে শ্রমিকদের প্রতি চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। সরকার ধর্ম্মঘটকে বে আইনী ঘোষণা করিবার পরে শ্রমিকেরা এই ঘোষণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে চাহিলেও সোস্যালিষ্ট নেতারা ট্রাইব্যুনালের পথে পা বাড়াইয়া শ্রমিকদের সংগ্রামী পথ হইতে টানিয়া রাখিয়াছে। ইহার পরেই সোস্যালিষ্ট পার্টির আসল স্বরূপ ও উদ্দেশ্য কয়লা খনির শ্রমিকেরা ভালভাবেই বুঝিতে পারিয়াছে—বড় বড় কথার আড়ালে স্রেফ আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে ভোট সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যেই যে সোস্যালিষ্ট পার্টি নিজেদের শক্তির মহড়া দিতে চায়—এবং সেইজন্য ধর্ম্মঘটের কথা বলে—এটা শ্রমিকেরা বুঝিতে পারিয়াছে। জামসেদপুরের সাম্প্রতিক ধর্ম্মঘট ও ডালমিয়ানগরের কেচ্ছার পরে কয়লা খনিতে সোস্যালিষ্ট পার্টির পুঁজিপতির দালালির স্বরূপ নিঃসন্দেহে প্রকাশ পাইয়াছে। ইণ্ডিয়ান মাইনিং এসোসিয়েসন টোটা কোং, বার্ড কোং প্রভৃতি দেশী বিদেশী মালিক সভা) কর্ত্তৃক জয়প্রকাশ নারায়নকে অভ্যর্থনা ও টাকার তোড়া দানের কথা কয়লা খনির শ্রমিকদের অবিদিত নয়। এই কারণেই সমগ্র কয়লা খনি শ্রমিকদের মধ্যেই আজ তীব্রভাবে সোস্যালিষ্ট পার্টির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ দেখা দিয়েছে; প্রায় সমস্ত খনিতেই শ্রমিকেরা সোস্যালিষ্ট ইউনিয়নের আওতার বাহিরে চলিয়া আসিতেছে। শুধু তাই নয়, আজ সোস্যালিষ্ট পার্টির ভিতরে সভ্যদের মধ্যেই চূড়ান্ত ঝগড়া ও দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, মালিকের দালালি করিয়া প্রায় প্রতিটি সোস্যালিষ্ট ইউনিয়ন নেতাই প্রচুর অর্থ উপায় করিয়াছিলেন—কয়লা রাজাদের কৃপায় ইহারা বড় বড় ষ্টুডিবেকার এবং জিপে চাপিয়া মজুর আন্দোলন করিয়া বেড়াইতেন—সম্প্রতি অর্থের ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়া ইহাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও ফলস্বরূপ দলত্যাগ এমন কি লাঠালাঠি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে—ভগবৎত্রিপাঠি ইমানুয়েল, বি. পি. সিংহা প্রভৃতি কতিপয় স্থানীয় নেতা সোস্যালিষ্ট পার্টি হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন। ইহাদের শূন্য স্থান পূরন করিতে পুনরায় ডালমিয়া নগর হইতে শ্রমিকদের দ্বারা বিতাড়িত বসন সিং অবির্ভূত হইয়াছেন।

কিন্তু বহু প্রতারিত এবং বিভিন্ন নেতা ও পার্টি দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া কয়লা খনির শ্রমিকেরা বর্ত্তমানে নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। শ্রমিক ঐক্যের মূলে ফাটল ধরাইবার জন্য যে আই-এন-টি-ইউ-সি এবং নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতক হিন্দ মজদুর সভা দাঁড়ী তাহার বিরুদ্ধে এবং সত্যিকারের দাবী আদায়ের সংগ্রাম পরিচালনার জন্য কয়লা খনির শ্রমিকেরা আজ অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। ঝরিয়া কয়লা খনি অঞ্চলের বিভিন্ন কোলিয়ারীতে শ্রমিকেরা আজ যাদের মধ্যেই নিজেদের 'মজদুর কমিটী' গঠন করিতেছে—বিশ্বাসী শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত এই 'মজদুর কমিটি' গুলি আসল দাবীর উপরে ব্যাপক আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রস্তুতি করিতেছে। এই আন্দোলনে শ্রমিকদের পার্শে দাড়াইয়াছে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার।

সোস্যালিষ্ট ইউনিটী সেন্টারের মানভূম সাথার শ্রমিক কর্ম্মীরা আজ এই 'মজদুর কমিটী' গুলি পরিচালনা করিতেছেন। শ্রমিকদের এই ধরনের নিজস্ব কমিটী গঠনের কাজে অগ্রসর হইয়াছে টাটার ডিগওয়াডি কোলিয়ারী, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জেলগড়া কোলিয়ারী, CRO পরিচালিত গোরখপুর শ্রমিকেরা এবং আরও অনেক কোলিয়ারী। অদূর ভবিষ্যতেই সমগ্র কোলিয়ারী মজদুরদের নিয়া একটী ফেডারেশন গঠণের প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছে।

"শান্তি আন্দোলন ও জনগণের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে

★ সভা ও প্রাচীরপত্র প্রদর্শনী ★

গত ৩০শে ও ৩১ শে ডিসেম্বর ১৯৫০, কালচার ক্লাবের উদ্যোগে কালিধন ইন্সটিটিউসন ভবনে "শান্তি আন্দোলন ও জনগনের কর্ত্তব্য" এই বিষয় বস্তুর ওপর প্রাচীর চিত্র প্রদর্শনী হয়। এই প্রদর্শনীতে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাদীদের ষড়যন্ত্রের রূপ এবং এর ফলে জনসাধারণের সামনে তৃতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের বিভিষিকাময় সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সেটা বিশ্লেষন করা হয়েছে। এবং সাথে সাথে কমিনফর্মের নেতৃত্বে এবং অধুনা ষ্টকহোম আন্দোলনের ভিত্তিতে দেশে দেশে যে শান্তি আন্দোলন গড়ে উঠছে তার উল্লেখ করা হয়েছে। সর্ব্বশেষে ভারতবর্ষে ক্ষমতা হস্তান্তরের কারণ এবং ত'র পরে জনসাধারণের অবস্থা এবং এই পরিপেক্ষিতে সম্মিলিত শান্তি ফ্রন্টের মারফৎ সঠিক শান্তি আন্দোলন চালনাকে বর্ত্তমানের একমাত্র কার্য্যক্রম হিসেবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

৩১ শে ডিসেম্বর রবিবার এই একই বিষয়বস্তুর ওপরে এক সিম্পোসিয়ম অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক নির্ম্মল ভট্টাচার্য্য।

এই আলোচনা সভাতে বিশিষ্ট বামপন্থী নেতৃবৃন্দ যোগ দেন।

শ্রী শিবদাস গাঙ্গুলী বলেন যে Pacifism দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠা অসম্ভব এর দ্বারা শান্তি আন্দোলনকে ব্যহতই করা হয়। আমাদের দেশের এই Pacifism এর সর্ব্বশ্রেষ্ট রূপ হচ্ছে গান্ধীবাদ।" তিনি শান্তি আন্দোলনের কার্য্যক্রমে এদের চরিত্রকে জনসাধারনের সামনে তুলে ধরতে নির্দ্দেশ দিয়েছেন এবং বিশেষ করে সম্মিলিত শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন।

শ্রী সুদর্শন চ্যাটার্জি বলেছেন যে "শান্তি আন্দোলন আগাগোড়াই একটা ধাপ্পা ছাড়া কিছুই নয়। যেখানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়নি সেখানে অশান্তি পুরোদমে চলেছে তাই শান্তি আন্দোলন সেখানে নিরর্থক। সোজাসুজি সমাজতন্ত্রী আন্দোলনই একমাত্র কার্য্যক্রম।"

শ্রী শিবদাস ঘোষ বলেন, যে শান্তি আন্দোলনের যারা ধারক এবং বাহক তারা এটা খুব ভাল ভাবেই জানেন যে শোষণ যেখানে প্রচলিত সেখানে শান্তি নেই। তাঁরা এটা বোঝেন না মনে করলে খুব ভুল হবে। সমাজতন্ত্রী আন্দোলন জনগণ সবসময়ই করবে কিন্তু যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া বর্ত্তমানের প্রধান সমস্যা। তাই শান্তি আন্দোলন করা সমাজতান্ত্রীক আন্দোলন থেকে দূরে সরা নয়। শান্তি আন্দোলনের রূপ সম্পর্কে তিনি বলেন যে এটা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম, যেমন কোরিয়ায় শান্তি সংগ্রাম আজ প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। অথচ আমাদের দেশে চেষ্টা এখনও সংগঠনিক প্রস্তুতিতে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

শ্রী সতীন্দ্র চক্রবর্ত্তী বলেন, যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ উপস্থিত হলে সেটা গত যুদ্ধের ভয়াবহতাকে ম্রিয়মান করে দেবে নিঃসন্দেহে। এর যে বিরাট ধ্বংসাত্মক রূপ আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে সেটাকে রোখাই আজকের দিনের জনসাধারণের কর্ত্তব্য।

শ্রী সুবোধ ব্যানার্জি আমাদের দেশের শান্তি আন্দোলনকে দলীয় গোঁড়ামির হাত থেকে রক্ষা করে প্রকৃত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে রূপ দিতে আহ্বান জানিয়েছেন।

সর্ব্বশেষে সভাপতির ভাষণে তিনি উল্লেখ করেছেন যে শান্তি আন্দোলনের প্রকৃত সমর্থক কেহই নিষ্ক্রিয়বাদী বা Pacifist নন তাই এর বিরুদ্ধে সঠিক শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলা বিশেষ প্রয়োজন।

সক্রিয় জঙ্গী গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠন করে শান্তি আন্দোলনকে দেশজোড়া রূপদিন

(২য় পৃষ্ঠার পর)

বের হয়নি। তাঁর উদ্দেশ্য হল, গণমনে তাঁর সম্বন্ধে এক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করা এবং তার মারফৎ প্রকৃত শান্তিকামী গণশক্তির একাংশকে নিজের নেতৃত্বে আটকে রেখে শান্তির শক্তিকে দুর্বল করা। নেহেরুর হয়ে প্রচার করে ঐ সাম্যবাদী নামধারীর দল শান্তি আন্দোলনকে জোরদার করার বদলে তাকে অন্তর্ঘাতী আঘাতই করছে।

আমাদের দেশে শান্তি বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণার অভাব অনেকেরই আছে। শান্তি বলতে অনেকে নিষ্ক্রিয়বাদ বোঝেন। Peace তাঁদের কাছে pacifism। শান্তি নিষ্ক্রিয়বাদ নয়; বরং তার বিপরীত। যতদিন আমরা এই নিষ্ক্রিয়বাদ চিন্তাধারার ভিত্তিমূলটি জনসাধারণের মন থেকে দূর করতে না পারছি ততদিন আমরা প্রকৃত শান্তি আন্দোলনকে গড়ে তুলতে পারব না। শান্তি আন্দোলন যারা করবে তাদের হতে হবে শান্তির সৈনিক, peace-partisan, নিষ্ক্রিয়বাদী, pacifist নয়। নিষ্ক্রিয়বাদ বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রচারিত দর্শন; বুর্জোয়া দালালরাই এর ধারক ও বাহক। নিষ্ক্রিয়বাদের লক্ষ্য হল শোষিত শ্রেণীর বিপ্লবী চেতনাকে রুদ্ধ করা, তার শ্রেণী সচেতনতাকে দমিয়ে দেওয়া এবং শান্তি রক্ষার নাম করে বর্ত্তমান পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থা কায়েম রাখা। যতদিন পুঁজিবাদ বেঁচে থাকবে ততদিন স্থায়ী শান্তি আসতেই পারে না। পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণী যে শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালিত করছে তাতে শ্রমিক শ্রেণীর সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী হাতিয়ার হল তার বিপ্লবী দর্শন। এই বিপ্লবী দর্শনের বিরুদ্ধতাই করে নিষ্ক্রিয়বাদ। শাসক শোষক শ্রেণী নিজেকে চূড়ান্তভাবে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে চলেছে, নিষ্ক্রিয়বাদ তাকে কার্য্যকরীভাবে বাধা দেয় না, বড় জোর শুধু মৌখিক প্রতিবাদ জানায় অথচ শোষিত শ্রমজীবি মানুষের দল যেই নিজেকে সংগঠিত করে এবং অত্যাচারীর অত্যাচার ও শোষণকে শক্তির সাহায্যে প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হয় তখনই আঁতকে ওঠে এই সব নিষ্ক্রিয়বাদীরা, "শান্তি গেল, শান্তি গেল"—রবে তারা আকাশ ফাটিয়ে ফেলে। এইভাবে শোষক শাসক শ্রেণীকে তার ইচ্ছামত শক্তি সঞ্চয় করতে সাহায্য করাই হল এই দর্শনের উদ্দেশ্য। জগতে যতদিন শোষক ও শোষিত শ্রেণী থাকবে ততদিন এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম চলবে এবং এই দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করে শোষক শ্রেণীর উচ্ছেদের মধ্য দিয়েই শোষণ এবং শ্রেণীসংঘর্ষকে উৎখাত করতে হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়তা শোষণকে কায়েম রাখার মতলব ছাড়া আর কিছুই নয়। নিষ্ক্রিয়তাবাদ তা গান্ধীবাদ, Cosmopolitanism বা existentialism যে নামই নিক না কেন তার মূল লক্ষ্য একই—কৌশলে শোষিত মানবের শ্রেণীসচেতনতাকে ভোঁতা করে দেওয়া। শান্তি সংগ্রামের দর্শন হল শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা। সেই বিপ্লবী দর্শনের আদর্শগত নেতৃত্ব শান্তির সৈনিকদের আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

শান্তি আন্দোলনের প্রকাশ্য বিরুদ্ধতা আর একদল করে থাকেন। এঁরা হলেন ট্রটস্কিপন্থী, আমাদের দেশে বিশেষ করে ঠাকুরপন্থীরা। এঁদের বক্তব্য হল—পুঁজিবাদের অধীনে শান্তি থাকতে পারে না; সুতরাং শ্রমিক শ্রেণীকে শান্তি আন্দোলন করতে বলার অর্থ বর্ত্তমান শোষণ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা, বিশ্ববিপ্লবের বিশ্বাসঘাতকতা করা। সঙ্গে সঙ্গে এই সব উগ্র ভাব বিলাসীর দল ব্যাখ্যা করে বলেন—শান্তি আন্দোলন, "পুঁজিবাদীও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা একসঙ্গে পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ ভাবে থাকতে পারে"—এই প্রতিক্রিয়াশীল ষ্ট্যালিনপন্থী নীতির ফল। এঁদের এই সব কথা শুনলে মনে হয় এঁরা শান্তি আন্দোলনের রূপ ও ধারা কিছুই বোঝেননি এবং সোভিয়েট ও কমরেড ষ্টালিনকে নিছক গালাগালি দেওয়াই এঁদের একমাত্র কাজ।

তাঁদের সোভিয়েট বিরোধী মনোভাবের পিছনে cynicism ছাড়া অন্য কোন কিছু নেই। পুঁজিবাদ যতদিন থাকিবে ততদিন স্থায়ী শান্তি আসিতে পারে না, শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারলে তবেই শান্তি আসবে—এ সত্য সকলেই মানে। আর শান্তি আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে এমন বহু লোক আছেন যাঁরা নিজের দেশে সফল শ্রমিক বিপ্লব করেছেন এবং অনেকে আছেন যাঁরা আজও সাম্যবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। তাঁরা এ সত্যটা জানেন না বা জেনেও শ্রমিকশ্রেণীকে বুর্জোয়া শ্রেণীর তাঁবেদারী করতে বলছেন, একথা ভাবার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই। শান্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব কোনদিনও কোথাও ঘোষণা করেননি—স্থিতাবস্থা বজায় রাখা শান্তি আন্দোলনের লক্ষ্য। সুতরাং তার নামে এইভাবে মার্কিনী ধরণের মিথ্যা প্রচার চালান রাজনৈতিক অসাধুতা ছাড়া আর কি বলা যায়। দ্বিতীয়তঃ Peaceful co-existence of the capitalist and socialist systems—ধনবাদী ও সমাজবাদী ব্যবস্থার শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি অবস্থান—এই নীতির আসল তাৎপর্য্যও এই সব পণ্ডিতদের মগজে প্রবেশ করেনি। এ নীতির সোজা মানে হল কোন সমাজবাদী দেশ কোন ধনবাদী দেশকে আক্রমণ করে তার কাঠামো পালটায় না। যেমন সোভিয়েট ইউনিয়ন হল সমাজবাদী দেশ আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হল ধনবাদী দেশ। এই নীতিতে বলা হয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরস্পর আক্রমণ না করেও থাকতে পারে। আর সত্যই সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন বা নয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলির কারও মতলব নেই গ্রেটব্রিটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোন ধনবাদী দেশের ওপর সৈন্য চালিয়ে দিয়ে জোর করে সেখানে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এই কথা বলার মানে এই নয় যে যদি গ্রেটবৃটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জনসাধারণ তাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মুক্ত সংগ্রাম চালায় তাহলে সোভিয়েট ইউনিয়ন তাদের বারণ করবে সে আন্দোলন চালাতে বা শান্তিপূর্ণ অবস্থানের দোহাই পেড়ে ধনবাদী রাষ্ট্রকে সাহায্য করবে। ঠাকুরপন্থীরা সম্ভবতঃ ভুলে গিয়েছেন যে, কোন দেশে বিপ্লব বাইরে থেকে রপ্তানী করা যায় না; সেই দেশের আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের অনুকূল শক্তির ওপরই তার সফলতা প্রধানত নির্ভর করে। কোন্ দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ কোন্ জাতের থাকবে তা ঠিক করবে সেই দেশের জনসাধারণ। মার্কিনের জনতা যদি চায় মার্কিন দেশে পুঁজিবাদ বেঁচে থাকুক, পুঁজিবাদই তাদের স্বার্থরক্ষা করবে, তাহলে সোভিয়েট রাষ্ট্র মার্কিনকে অক্রেমণ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্নই দেখে না। তার তা না চাইলে, বরং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তারা অভ্যুত্থান চালালে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ সোভিয়েট জোর করে সেখানে কিছু চাপাচ্ছে না। দেশের লোক দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা বদলাবার জন্য লড়ছে—এই অধিকার গণতন্ত্র মানলে, না মেনে উপয়ে নেই। সর্ব্বশেষ যে প্রশ্নটা থেকে যায় তা হল—তাহলে কি বিশ্ববিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য সমাজবাদী দেশের কোন চেষ্টা থাকবে না, অন্য দেশের গণঅভ্যুত্থানের বেলায় কি সে নির্লিপ্ত দর্শক থাকবে? নোটেই নয়, সে অবশ্যই বিপ্লবের প্রস্তুতিতে সাহায্য করবে তবে সে সাহায্য আক্রমণ চালিয়ে নয়। পুঁজিবাদী দেশের শোষিত শ্রেণীকে সমাজতন্ত্রের পক্ষে টেনে আনা, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার কৌশল শেখান এবং প্রয়োজন হলে সর্ব্বহারা শক্তির সাহায্যে স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ প্রভৃতি কাজগুলি সমাজবাদী দেশের বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণী অবশ্যই করবে। তাহলে দেখা গেল 'ধনবাদী ও সমাজবাদী ব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ পাশাপাশি অবস্থান' বলতে ঠাকুর পন্থীরা যা প্রচার করেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। পুঁজিবাদী শোষণ পুঁজিবাদের কবর খুঁড়ছে। তার অন্তর্দ্বন্দ্ব তাকে কবরের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। সমাজবাদী রাষ্ট্রের অবস্থান সে দ্বন্দ্বকে বাড়াবে, পুঁজিবাদের বিশ্বজোড়া শৃঙ্খলকে মাঝ থেকে ছিড়ে দেবে কিন্তু তার জন্যে সোভিয়েট ইউনিয়নকে পররাজ্য আক্রমণকারী বলে দোষী করা যাবে না। যুদ্ধবাদী শিবির সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরুদ্ধে যে মিথ্যাকুৎসা প্রচার ও তাকে পররাজ্য আক্রমণকারী বলে যে বিষোদ্গার করছে বিশ্বের জনসমক্ষে সে অপপ্রচারের রূপ খুলে দিয়েছে Peaceful Co-existence of the Capitalist and solialist system নীতি

শান্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে আর এক দল জেহাদ ঘোষণা করেছে। এরা হলেন বিশ্ব সোস্যাল ডিমোক্র্যাটদের ভারতীয় শাখা জয়প্রকাশী সোস্যালিষ্ট নেতৃত্বে। পৃথিবীর প্রতিটি সোস্যাল ডিমোক্র্যাট নেতৃত্বে যুদ্ধবাজদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু হিসাবে কাজ করে চলেছে। আমাদের দেশেও জয়প্রকাশী নেতৃত্ব শান্তির নামে যুদ্ধবাজদের সাহায্যার্থে এগিয়ে চলেছে। তারা শান্তির কথা বলে অথচ কোরিয়ায় মার্কিণ আক্রমণকে তারা সমর্থন জানিয়েছে; তারা বলে তারা শান্তি চায় অথচ বিশ্বজোড়া শান্তিকামী মানুষ যে শান্তি আন্দোলন চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধতা তারা করে চলেছে। ভারতের বুকের ওপর বসে ইঙ্গমার্কিণ সমরলিপ্সুর দল নেপাল হতে সৈন্য সংগ্রহ করছে তা তাদের চোখে পড়ে না; অথচ চীন ও সোভিয়েটের বিরুদ্ধে তারা 'হিমালয়ান ফ্রন্ট' গড়তে চাইছে। বর্ত্তমান অবস্থায় সোস্যাল ডিমোক্রাটবাদ পুঁজিবাদ ফ্যাসিবাদের সবচেয়ে কৌশলী শক্তি। তার নেতৃত্বকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে না পারলে শান্তি আন্দোলন সফল হতে পারে না।

শান্তি বলতে বর্ত্তমান অবস্থা রক্ষা নয়; শান্তি বলতে বোঝায় বিশ্বযুদ্ধের এবং কোন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অন্যরাষ্ট্রের সামরিক হস্তক্ষেপের অবসান। সুতরাং বিভিন্ন পরিবেশে শান্তি আন্দোলনের রূপও বিভিন্ন হতে বাধ্য। যেখানে আজও যুদ্ধ বেধে ওঠেনি বা অন্য রাষ্ট্র কর্ত্তৃক তার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ আসেনি সেখানকার শান্তি আন্দোলনের কাজ হল গণশক্তিকে সংগঠিত করা। এ সংগঠন এমন ভাবে এবং এই উদ্দেশ্যে করতে হবে যাতে যদি জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুঁজিপতি শ্রেণী তাদের ওপর আর একটা বিশ্বযুদ্ধ চাপিয়ে দেয় তা হলে যেন জনগণের প্রতিরোধের যুদ্ধের মারফৎ জগত থেকে যুদ্ধের সম্ভাবনা চিরতরে দূর করা, মুক্তিযুদ্ধের মারফৎ যুদ্ধকে চিরকালের জন্য খতম করা যায়। ভারতবর্ষের শান্তি আন্দোলনকে এই উদ্দেশ্যে এবং এই রকম সাংগঠনিক প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আর যেখানে লড়াই বেধে গিয়েছে সেখানে শান্তি আন্দোলনের রূপ প্রথম পর্য্যায় পার হয়ে দ্বিতীয় পর্য্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। আমাদের আজকের কাজ mobilisation এর উদ্দেশ্য যুদ্ধ আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

গণদাবী

রেজিঃ নং সি ৩২৫৩

মাহিয়ানা বৃদ্ধি ও রেশন কমানোর দাবীতে টাটা কোলিয়ারীতে শ্রমিক সভা

● শ্রমিক ঐক্য গড়িয়া তুলিবার আহ্বান ●

গত ৩১শে ডিসেম্বর ভিগওয়ার্ডিতে টাটা কোলিয়ারীর শ্রমিকদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সি.পি. ডবলিউ, ডি মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড প্রীতিশ চন্দ সভাপতিত্ব করেন। সোস্যালিষ্ট ইউনিটী সেন্টারের বিশিষ্ট সভ্য এবং ট্রেড ইউনিয়ন কর্ম্মী কমরেড শঙ্কর সিং সভার উদ্বোধন প্রসঙ্গে কয়লা খনির শ্রমিকদের দাবী দাওয়া ব্যাখ্যা করিয়া দালাল নেতাদের বিতাড়িত করিয়া সত্যিকারের ভঙ্গী ইউনিয়ন গঠন করিবার আহ্বান জানান। কমরেড চন্দ বর্ত্তমান ভারতে কংগ্রেস সরকারের ও মালিকদের শ্রমিক বিরোধী চক্রান্ত সম্বন্ধে হুঁসিয়ারী করিয়া শ্রমিকদের বলেন যে দুনিয়ার অন্যান্য শ্রমিকদের মত আমাদেরও নিজেদের রুজি রুটীর জন্য ও মানুষের মত বাঁচার জন্য সংগ্রামী পথে অগ্রসর হইতে হইবে। দালাল ও বিশ্বাসঘাতকদের সমস্ত চক্রান্ত বানচাল করিয়া লড়াকু কমিটী গঠন করিতে হইবে।

সভায় নিম্নলিখিত দাবীগুলির অবিলম্বে পূরণের জন্য একটী প্রস্তাব পাশ হয়।

(১) সমস্ত পাম্প হলেজ খালাসিদের অবিলম্বে হলেজ ড্রাইভার বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে।

(২) খালাসিদের বুনিয়াদী দৈনিক বেতন সর্বনিম্ন ১০ আনা পালটাইয়া সর্বনিম্ন ১ টাকা দৈনিক করিতে হইবে।

(৩) খালাসিদের সাপ্তাহিক মজুরির পরিবর্ত্তে মাসিক বেতন দেওয়ার পদ্ধতি চালু করিতে হইবে, বৎসরে ৬দিন বেতন সহ ছুটীর পরিবর্ত্তে ১৪দিন ছুটী দিতে হইবে।

(৪) ১ বৎসরের পুরানো সমস্ত শ্রমিকদের পার্মানেন্ট করিতে হইবে।

(৫) সমস্ত শ্রমিকদের কোয়াটার দিতে হইবে।

(৬) রেশন কমানো চলিবে না ও টাটা কোম্পানির সাম্প্রতিক সার্কুলার অনুযায়ী যে সমস্ত শ্রমিক কোম্পানীর এলাকার বাহিরে থাকে তাহাদের পরিবারের রেশন বন্ধের যে নিয়ম করা হইয়াছে তাহা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। ছুটীর মধ্যেও শ্রমিকদের পূর্ণ রেশন দিতে হইবে। (৭) সরকারের কনসিলিয়েসান বোর্ডের রায় পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

সভায় শ্রমিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য ও ট্রেড ইউনিয়ন বিল প্রভৃতি কালা আইনের বিরুদ্ধে আরও দুইটি প্রস্তাব গৃহিত হয়। উপরি লিখিত দাবীগুলি আদায়ের জন্য একটি জঙ্গী ইউনিয়ন গঠিত হয় এবং কমরেড চন্দকে সভাপতি ও কমরেড শঙ্কর সিংকে সম্পাদক নির্ব্বাচিত করিয়া ১১ জন সভ্য নিয়া একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির ৯জন সভ্য টাটা কোলিয়ারীর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের শ্রমিক। সোস্যালিষ্ট পার্টি ও অ ই-এন-টি-ইউ-সির সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া এই লড়াকু সংগঠনকে মজবুত বানাইবার সঙ্কল্প সমস্ত শ্রমিক ঘোষণা করে।

গলফ ক্লাব ওয়ার্কাস ইউনিয়নের বিরাট শ্রমিক সভা

গত ৮ই জানুয়ারী টালিগঞ্জ রয়েল ক্যালকাটা গলফ ক্লাব ওয়ার্কাস ইউনিয়নের উদ্যোগে এক বিরাট শ্রমিক সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রমিক নেতা কমরেড অজিত সেন। বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ধ্বনি সহকারে সভার কাজ আরম্ভ হয়। বক্তৃতা প্রসঙ্গে ইউনিয়নের সহকারী সম্পাদক কমরেড ফটিক ঘোষ —মালিক ও পুলিশের জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার আবেদন জানান। ইউনিয়নের প্রয়োজনীয়তা এবং তার মারফৎ দাবী দাওয়া আদায়ের পথ সম্বন্ধে শ্রমিকদের নিকট বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করেন। ইহার পর বিখ্যাত শ্রমিকনেতা ও ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড নীহার মুখার্জী শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের রূপ সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাবে সকলকেই বুঝাইয়া দেন। তিনি সরকার ও মালিকের মিলিত চক্রান্তের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হইবার আবেদন জানান। সভাপতির ভাষণে কমরেড অজিত সেন ইউনিয়নের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন এবং ইউনিয়ন জোরদার করিবার আহ্বান জানান। ইউনিয়নের আন্দোলন ভিন্ন যে কোন দাবী দাওয়াই আদায় করিবার উপায় নাই, সে বিষয়ে শ্রমিকদের সচেতন থাকিবার জন্য আবেদন জানান। সভায় নগেন দাস, কসদেও, সুবা সর্দ্দার এবং সুকুমার ব্যানার্জী প্রভৃতি বক্তা বক্তৃতা করেন।

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

দিলে মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যুদ্ধকে একেবারে শেষ করা। আন্তর্জ্জাতিক শান্তি রাখতে পারলে অর্থাৎ যুদ্ধকে রোধ করতে পারলে এই সংগঠিত করার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে এবং মুক্তি আন্দোলনে বাইরের হস্তক্ষেপ বন্ধ করে তাকে তাড়াতাড়ি সফলতার পথে নিয়ে যাবার কাজে সাহায্য করা হবে। তবে এ সবই নির্ভর করছে দেশের মধ্যে সবল সত্যিকারের গণতান্ত্রিক মোর্চ্চাগঠন করার ওপর। আমরা আজও তা পারি নি; আর পারিনি বলেই আমাদের দেশের শান্তি আন্দোলন তেমন দেশজোড়ারূপ নেয় নি। তাই স্থায়ী শান্তি, পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্যে শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সবল সক্রিয় জঙ্গী গণতান্ত্রিক মোর্চা তৈরী করুন।

পার্কসার্কাস ময়দান ক্যাম্প হইতে সংখ্যা লঘু মুসলিম বাস্তুহারা উচ্ছেদ

সংখ্যা লঘু মুসলিম বাস্তুহারা উচ্ছেদের প্রতিবাদ করিয়া দক্ষিণ কলিকাতা সংযুক্ত বাস্তুহারা সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির প্রচার সম্পাদক ফটিক ঘোষ নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন।

গত ৮ই জানুয়ারী সোমবার কলিকাতার পুলিশ পার্কসার্কাস ময়দান ক্যাম্প হইতে প্রায় সাড়ে চারিশত মুসলিম বাস্তুহারা স্ত্রী পুরুষ ও শিশুকে উচ্ছেদ করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছু দিন ধরিয়া উক্ত ময়দান হইতে মুসলিম বাস্তুহারাদের উচ্ছেদের চেষ্টা করিতেছিল। গত ৮ই জানুয়ারী সোমবার বেলা ১টার পুলিশ উক্ত ক্যাম্প হইতে মুসলিম বাস্তুহারাদের সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করে। এই সকল সংখ্যা লঘু মুসলিম বাস্তুহারাদের খাদ্য ও পুর্নবসতির কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই উপরন্তু তাহাদিগকে মাথা গুঁজিবার মত শেষ সম্বল ঐ ক্যাম্পগুলি হইতে উচ্ছেদ করিয়া রাস্তায় ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। নিরুপায় হইয়া নিঃসহায় মুসলিম বাস্তুহারা মা, বোনেদের এই নিদারুণ শীতের মধ্যেও শিশুসন্তানসহ ফুটপাতে মৃত্যুর প্রতিক্ষা করিতে হইতেছে। সরকারের এই আচরণ সাম্প্রদায়িকতা জিয়াইয়া রাখারই চেষ্টা। ঐক্যবদ্ধ বাস্তুহারা আন্দোলনকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য কংগ্রেসী সরকারের এই সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টাকে আমি তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি এবং দাবী করিতেছি যে অবিলম্বে উক্ত বাস্তুহারাদের পুণর্ব্বসতির ব্যবস্থা করা হউক। প্রতিটি ক্যাম্প হইতে বাস্তুহারা উচ্ছেদ করিবার পরিকল্পনা সরকারকে বন্ধ করিতে হইবে। যাহাদের পুণর্ব্বসতির ব্যবস্থা সরকার করিতে পারিবেন না, তাহাদের উচ্ছেদ করিবার অধিকারও সরকারের নাই। এই উচ্ছেদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য, জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইতেছি।

সারা ভারত সেণ্ট াল পি, ডবলিউ, ডি, মজদুর ইউনিয়নের কেন্দ্রায় কমিটির বৈঠক

এ, আই, টি, ইউ, সি ও ইউ, টি, ইউ, সিকে মিলিত করার দাবী

সারা ভারত সেণ্ট্রাল, পি, ডবলিউ, ডি, মজদুর, ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির তিন দিন ব্যাপী বৈঠক গত ৯, ১০, ১১ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সভায় ইউনিয়নের সভাপতি সর্দ্দার রঘুবীর সিং সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে দিল্লীর সদ্যমুক্ত রাজবন্দী কমরেড জনার্দ্দন শর্ম্মা (ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক) কমরেড মান্না, বিহার শাখার সভাপতি কমরেড প্রীতিশ চন্দ, কমরেড নাথুরাম প্রভৃতিরা উল্লেখযোগ্য।

সভায় ইউনিয়নের সাংগঠনিক দিক নিয়া বিশদভাবে আলোচনা হয় এবং দিল্লী শাখার কার্যকলাপে বিচ্ছেদ পন্থা চালানোর জন্য ইউনিয়ন হইতে কমরেড ছাজ্জুরাম ও কমরেড সোমদত্তকে বহিস্কার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দিল্লী শাখার কার্যকলাপ আলোচনা করিয়া সভা, ইউনিয়নের অন্যান্য কতিপয় নেতার শ্রমিক ইউনিয়নের ভিতরে বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের দলীয় কার্যকলাপের এবং শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতির তীব্র সমালোচনা করে। বিহার শাখার সভাপতি কমরেড প্রীতিশ চন্দ কর্ত্তৃক উত্থাপিত এই আলোচনা সাধারণ সম্পাদকের সমর্থনে সভায় গৃহিত হয় এবং ভবিষ্যতে শ্রমিকদের ব্যাপক ঐক্যের প্রয়োজনে ইউনিয়নকে দলীয় কার্য্যকলাপের প্রভাব মুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

শ্রমিকদের বুনিয়াদী দাবী হিসাবে ২৫টি দাবী নিয়া একটি চার্টার সভায় গৃহীত হয়। বুনিয়াদী দাবীর মধ্যে ছাটাই বন্ধ করা, কনট্রাকটার প্রথা রহিত করিয়া সমস্ত কার্য্য ডিপার্টমেণ্ট কর্ত্তৃক করা, ছাটাই বন্ধের জন্য কেন্দ্রীয় কো-অরডিনেশন কমিটি গঠন করা সেণ্ট্রাল পে কমিশনের রায় সম্পূর্ণভাবে চালু করা, বুনিয়াদী বেতন এবং মাগ্‌গী ভাতা বৃদ্ধি করা, শ্রেণীবিভাগ প্রথা রহিত করা, দুই বৎসর কর্ম্মনিযুক্ত সমস্ত শ্রমিককে স্থায়ী করা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ষ্টাণ্ডিং লেবার কমিটির ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল হাউসিং সাব কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সমস্ত শ্রমিককে কোয়াটার দেওয়া প্রভৃতি প্রধান।

কেন্দ্রীয় সরকারের ট্রেড ইউনিয়ন বিল প্রভৃতি শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী আইনের প্রত্যাহার, দমন নীতি বন্ধ করা শ্রমিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং A,I,T,U.C ও U,T, U,C র ঐক্য প্রতিষ্ঠা, যুদ্ধ বিরোধী শান্তি আন্দোলন মজবুত করা প্রভৃতির উপরেও ও কয়েকটি প্রস্তাব সভায় গৃহিত হয়।

সম্পাদক প্রীতিশ চন্দ কর্ত্তৃক পরিবেষক প্রেস, ২৩ ডিক্সন লেন হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত